ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ফাইটার-এ হৃতিক নিয়েছেন ৮৫ কোটি, দীপিকা কত?
পৃঃ ৫

১ মিনিটের বিজ্ঞাপনে মেসির আয় ১৫৩ কোটি
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৩৫ ● কলকাতা ● ২১ মাঘ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

অনুমতি প্রত্যাহার করেছে সেনা, খোলা হল ডিএর ধর্না মঞ্চ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-র দাবিতে কলকাতার ধর্মতলায় চলা রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের ধর্না মঞ্চ জোর করে খুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। তাঁদের অভিযোগ, ধর্না মঞ্চ খুলে দেওয়ার পিছনে পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রীর চক্রান্ত রয়েছে।সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবিকে অস্বীকার করেছে তৃণমূল। শাসকদলের এক নেতার কথায়, "ওই জায়গাটি সেনার। তারা অনুমতি দিয়েছিল এখন তুলে নিয়েছে। এতে মুখ্যমন্ত্রী কী ভাবে চক্রান্ত করতে পারেন? আসলে মুখ্যমন্ত্রীকে হাতিয়ার করে প্রচার পাওয়ার চেষ্টা করছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।" রবিবার ৩৭৪ দিনে পড়ল ওই কর্মসূচি। গত ১৬ দিন ধরে তারা অনশন করছে।মঞ্চ খুলে দিলেও খোলা আকাশের নীচে ধর্না কর্মসূচি চলবে বলে তাঁরা

এরপর ৩ পাতায়

৩৭৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ হবে রাজ্য বাজেটেই, মমতার নজরে ১০০ দিনের মজুরি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রের থেকে বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। তার মধ্যে যেমন ১০০ দিনের মজুরির টাকা আছে তেমনি আছে আবাস যোজনার টাকাও। আছে ১০০ দিনের কাজের উপাদান বাবদ বকেয়া তেমনি আছে প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনার টাকাও।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী রাজ্য বাজেটে ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং আবাসন দুই ক্ষেত্রেই জন্যই টাকা বরাদ্দ করতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের থেকে বাংলার বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মজুরি বাবদ বকেয়ার পরিমাণ ৩৭৩২ কোটি টাকা। আর উপাদান বাবদ বকেয়া ৩১৮১ কোটি টাকা। অর্থাত মোট বকেয়ার পরিমাণ ৬৯১৩ কোটি। মজুরির টাকা সরাসরি মজুরদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা। উপাদানের টাকা ঢোকার কথা গ্রাম পঞ্চয়াতের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র মজুরর টাকা মজুরদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠাবার কথা বলেছেন। সেই টাকা রাজ্য বাজেটের মধ্যে রাখা থাকছে। ২১ লক্ষ মজুর ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই সেই টাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাবেন। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি এখনই উপাদানের টাকা পাবেন না। আবার আবাসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত থাকলেও বাড়ি পাননি ১১ লক্ষ বাংলার মানুষ। তাঁদের ক্ষেত্রে

এরপর ৩ পাতায়

সুর আর নরম নয়! জোটের আশা জিইয়ে রেখেও

মমতাকে জয়রামের বার্তা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে তৈরি হয়েছিল 'ইন্ডিয়া' জোট। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বেশিরভাগ বিরোধী দল এক ছাতার তলায় এলেও বর্তমানে তার নড়বড়ে অবস্থা। নীতীশ কুমার জোট ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ঘোষণা করে দিয়েছেন যে বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হচ্ছে না।প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেসকে তিনি ২টি আসনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে কংগ্রেসকে একটাও আসন দেবেন না। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না হওয়ার কারণ হিসেবে মমতা সিপিএমকেও নিশানায় নেন। দাবি করেন, কংগ্রেস-সিপিএম এক হয়েছে বিজেপিকে সাহায্য করার জন্য।এই বিষয়ে এতদিন নরম সুর রেখেছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। কিন্তু এবার যেন ধর্য্যের বাঁধ ভেঙেছে। "বিজেপি এবং আরএসএস-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, এটাই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত"। এমনটাই বক্তব্য জয়রামের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের দল সম্পর্কে দাবি করেছেন যে তারা হয়তো ৪০টি আসনও পাবে না। তার প্রতিক্রিয়া দিয়ে জয়রাম বলেন, "আমাদের তরফ থেকে আমরা আলোচনা বন্ধ করিনি। একতরফা আসনও ঘোষণা করিনি। এমনকী ৫-১০ আসনের কথাও ওভাবে বলা হয়নি, কথাবার্তা চলছে।"তৃণমূল নেত্রীর সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা পরিষ্কার বলেন, "একজন হঠাত করে বলে দিলেন আলোচনা বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা ৪২ আসনেই লড়ব, এটা সঠিক নয়।" জয়রাম স্বীকার করে নেন, ইন্ডিয়া জোটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জোটের নাম দেওয়ার পিছনেও তিনিই আছেন। এক্ষেত্রে বলা যায়, কংগ্রেস নরমে হোক কী গরমে, এখনও বাংলায় জোটের আশাতেই আছে।

মমতার ঘোষণায় বিপাকে বিজেপি, পাঞ্চার প্রেস্টিজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প কেন্দ্র সরকারের। সেই নিয়ে নির্দিষ্ট আইনও আছে। সেই আইন রূপায়ণ করে গিয়েছে মনমোহন সিংয়ের সরকার। সেই ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের মজুরির টাকা এবং কাজের উপাদানের টাকা কেন্দ্র সরকারই দেওয়ার কথা। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির জমানায় দেখা যাচ্ছে বিগত ২ বছর ধরে বাংলার টাকা আটকে রেখে দিয়েছে মোদি সরকার।প্রশ্ন, কেন্দ্রের প্রকল্পের টাকা কেন রাজ্য দেবে? এখন রাজ্য সরকার নয় টাকা দিয়ে দিল, পরে যখন কেন্দ্র টাকা ছাড়বে তখন সেই টাকার কী হবে? যারা ১০০ দিনের কাজ করেও মজুরি পাননি তা৬রা যদি তখন ফের টাকা পান তাহলে তো এক কাজের জন্য দুইবার মজুরি পাওয়া হয়ে যাবে। যদিও এই প্রশ্ন নিয়ে এখনই মাথা ঘামাতে রাজী নয় তৃণমূল। তবে কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসাসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সপ্তাহে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা নিয়ে। সেখানে মূল প্রশ্ন হবে

এরপর ৩ পাতায়

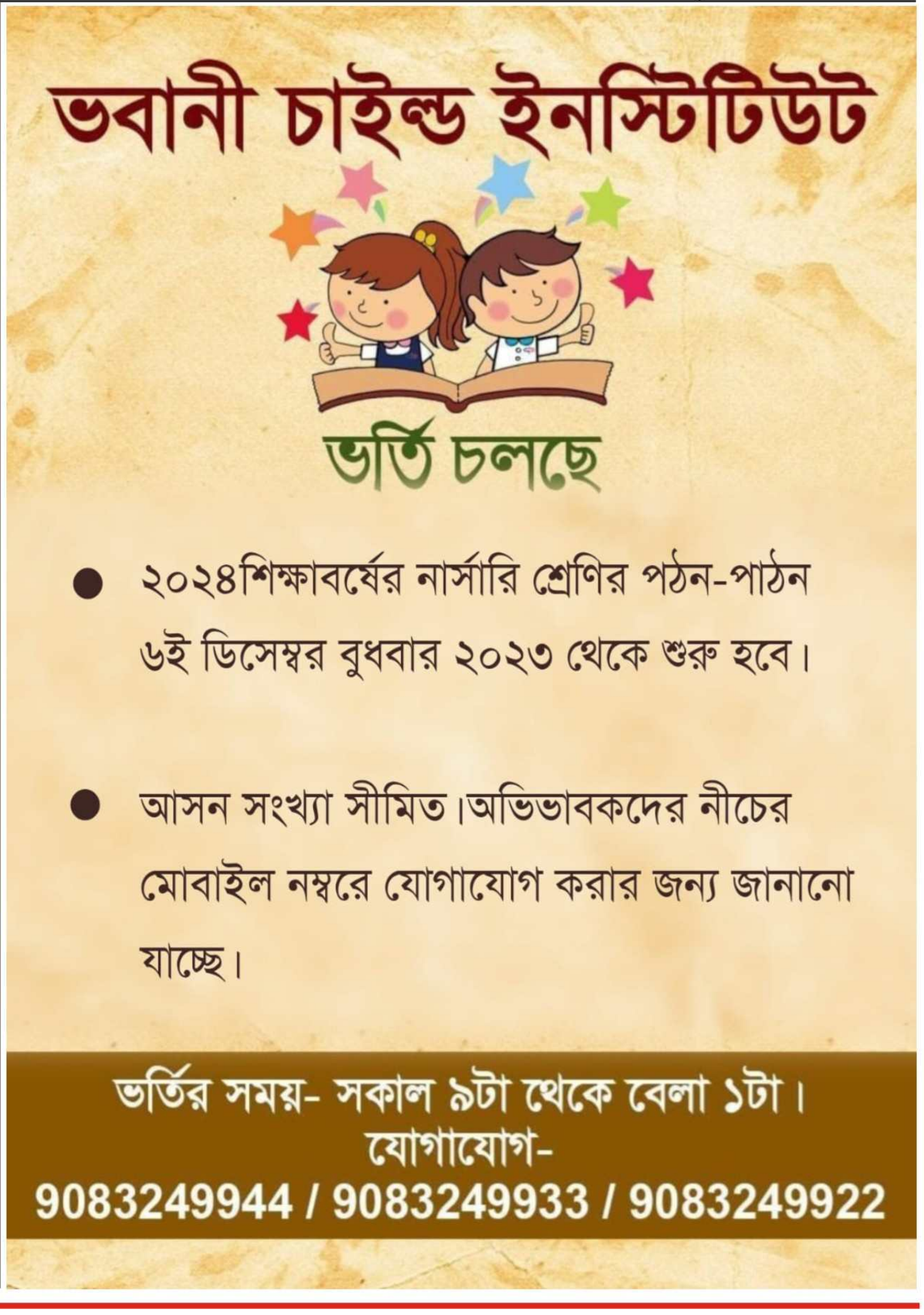

নারেগায় শ্রমিক ১.৪ কোটি, কেন ২১ লক্ষ?

উঠছে প্রশ্ন, বামেরা বলছে, এতদিন কেন দেননি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ২১ লক্ষ ১০০ দিনের জব কার্ড হোল্ডারদের বকেয়া টাকা দিয়ে দেবে রাজ্য সরকার, শনিবার ধর্না মঞ্চ থেকে ঘোষণা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার এই ঘোষণাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।অন্য দিক সিপিএম মনে করছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এই ঘোষণা করা হয়েছে। এত কেন ঘোষণা করা হল না। ঠিক লোকসভা ভোটের আগেই কেন ঘোষণা করা হল। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এতদিন কেন দেননি? ভোটের জন্য টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।' তিনি বলেন, রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলছে। টাকা আদায়ের দাবি জানিয়ে আদালতে যাচ্ছে না কেন?

এক সঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে বামেদের দাবি, এত তদন্ত হলো, তার রিপোর্ট কোথায় গেল? কেন্দ্রীয় সরকার কেন রিপোর্ট পেশ করছে না। দুপক্ষ যদি শ্বেতপত্র প্রকাশ করত তবে মানুষ বুঝতে পারত ঠিক কোন জায়গায় সমস্যা রয়েছে। সংস্থার দাবি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে নারেগা (১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত নাম) শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ। ২৮ জানুয়ারি ২০২৪-এর হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে মোট ৯২.৬ লক্ষ পরিবারের কাছে জব কার্ড আছে। সংস্থাটির প্রশ্ন তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কীসের বিচারে ২১ লক্ষ নারেগা শ্রমিককে বেছে নিলেন?

প্রসঙ্গত, নারেগা শ্রমিকদের বকেয়া টাকা নিয়ে আদালতে যে দুটি জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। যে মামলায় আসল-নকল জবকার্জ হোল্ডার বাছতে সিবিআই তদন্ত চেয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা। বকেয়া টাকা দাবি করে অন্য একটি মামলা করে ক্ষেত মজুর সমিতি। মামলায় বিচারপতি প্রকৃত নারেগা শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণে চারজনের একটি কমিটি গঠনের করেন। এই মামলার আগামী শুনানি রয়েছে ৮ ফেব্রুয়ারি। ওই শুনিতেই কমিটি কার্যকালের মেয়াদ ঠিক করা হবে। তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় সংগঠন কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করেছে।তাদের দাবি, মৌখিক ঘোষণায় আটকে না রেখে এফিটডেপিটের মাধ্যমে কলকাতায় হাইকোর্টে দাখিল করা হোক।

মালাইকা অরোরার হাতে গ্লোবাল ফেম

অ্যাওয়ার্ড পেলেন রিজওয়ান

জগদীশ যাদব. কলকাতা : নিউজ সারাদিন : গ্লোবাল ফেম অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪ কলকাতায় আয়োজিত হয়েছিল। উক্ত পুরস্কারগুলি ব্যবসা, বিনোদন, বলিউড ও টেলিভিশন অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক, গায়ক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিত্বদের প্রদান করা হয়। এই সময়ে, গ্লোবাল ফেম অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪, রিজওয়ান রশিদ আনসারিকে তার সামাজিক কাজের জন্য বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা প্রদান করেন। এ সময় ফিল্ম আর্ট ও অন্যান্য জগতের সেলিব্রিটিরা উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কারের ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর অমৃতা রায় ভার্মা, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীধর ভার্মা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কৃতিকা পান্ডে।

সারা জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধকে সম্মান',

বললেন 'ভারতরত্ন' আডবাণী!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সারা জীবনের আদর্শের স্বীকৃতি। তাঁর সারা জীবনের আদর্শের প্রতি 'সম্মান'। ভারতরত্ন সম্মানকে এই ভাবেই ব্যাখ্যা করলেন লৌহমানব লালকৃষ্ণ আডবাণী। একইসঙ্গে তাঁকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করার জন্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন লালকৃষ্ণ আডবাণী।প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিজেপির নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন আডবাণী। ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত অটলবিহারী বাজপেয়ীর অধীনে ভারতের সপ্তম উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। আডবাণী ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রবীণ নেতা। দশম ও চতুর্দশ লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা ছিলেন আডবাণী। ২০১৪ সালে মুরলী মনোহর জোশী ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে

এরপর ৩ পাতায়

মোদী সরকারের বঞ্চনার অভিযোগে

দিল্লিতে ধর্না কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতরত্ন পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছেন বর্ষীয়ান নেতা শ্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী। আজ একথা সংবাদ মাধ্যমে এক বার্তায় ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি আজ স্বয়ং অবহিত করেন শ্রী আডবাণীকে। দেশবাসীর পক্ষ থেকে এজন্য তাঁকে অভিনন্দিতও করেন শ্রী নরেন্দ্র মোদী। সমাজ মাধ্যমের ঐ বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"শ্রী এল কে আডবাণীজিকে ভারতরত্ন পুরস্কারে সম্মানিত করার কথা ঘোষণা করতে পেরে আমি আনন্দিত। এপ্রসঙ্গে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি এবং তাঁর এই নতুন সম্মানের জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দিতও করেছি। আডবাণীজি হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় এমনই এক রাজনীতিজ্ঞ দেশের উন্নয়নে যাঁর অবদান বরাবরই এক বিশেষ স্মারক হয়ে থাকবে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষদের জন্য। পরে, উপপ্রধানমন্ত্রী রূপেও তিনি দেশকে সেবা করে গেছেন। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হিসেবেও তাঁর ভূমিকা বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। সংসদে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ ছিলো সর্বদাই অনুসরণযোগ্য যার মধ্যে ফুটে উঠতো তাঁর গভীর দর্শন ও চিন্তা-ভাবনা।

জনজীবনে বহু দশক ধরেই কাজ করেছেন আডবাণীজি। তাঁর প্রতিটি কাজকর্মে ছিল অবিচল কর্মনিষ্ঠা, সার্বিক স্বচ্ছতা ও সততা। রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মান অনুসরণ করে চলতেন তিনি। জাতীয় ঐক্য এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অনবদ্য ও অতুলনীয়। তাঁকে ভারতরত্ন পুরস্কারে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত আমার কাছে এক বিশেষ আবেগময় মুহূর্ত বলে আমি মনে করি। আমি অসংখ্যবার তাঁর সঙ্গে আলোচনা ও আলাপচারিতার সুযোগ লাভ করে এসেছি এবং অনেক বিষয়ে তাঁর কাছে আমি শিক্ষালাভ করেছি, যা ছিল আমার কাছে এক বিশেষ ও দুর্লভ সুযোগ।"

গাড়ির ভিতর কোন অফিসার?

বচসার মধ্যেই এল পুলিশ! পরিচয় সামনে আসতেই সকলের মাথায় হাত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একজন নিজেকে পরিচয় দিয়েছিলেন রেলের বড় অফিসার হিসেবে। আর একজন সেজেছিলেন আরপিএফ অফিসার। ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করল পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।শনিবার রাতে গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া লেখা একটি গাড়ির যাত্রীদের সঙ্গে জাতীয় সড়কের ধারে কিছু মানুষের সঙ্গে বচসা হচ্ছে বলে খবর পায় মেমারি থানার পুলিশ। সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন মেমারি থানার পুলিশ অফিসাররা। সেখানে পরিচয় জানতে চাইলে ওই চারজন নিজেদের ভুয়ো পরিচয় দেয়। সন্দেহ হওয়ায় তাদের গাড়িসহমেমারি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যেকেই ভুয়ো পরিচয় বহন করছে বলে নিশ্চিত হয় পুলিশ। এরপরই তাদের গ্রেফতার করা হয়।ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতরা সকলেই বারাসত মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

সব মিলিয়ে ভুয়ো আইআরটিএস ও ভুয়ো আরপিএফ কর্মী পরিচয় দেওয়া দুজন সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করল মেমারি থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, দুরাউণ্ড গুলি ও ভারত সরকার লেখা ও নীলবাতি লাগানো একটি চারচাকা গাড়ি। ধৃতদের পালসিট টোল প্লাজার কাছ

এরপর ৩ পাতায়

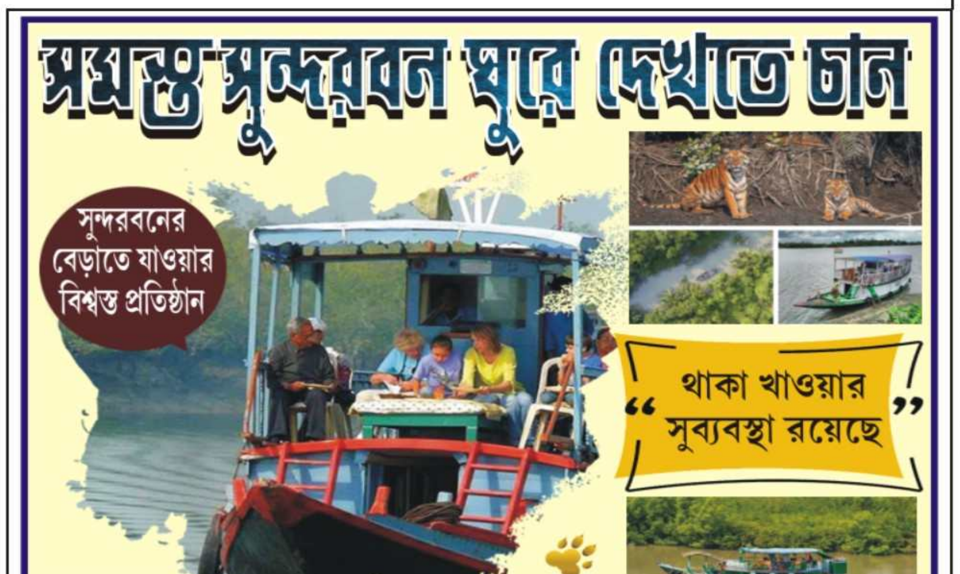

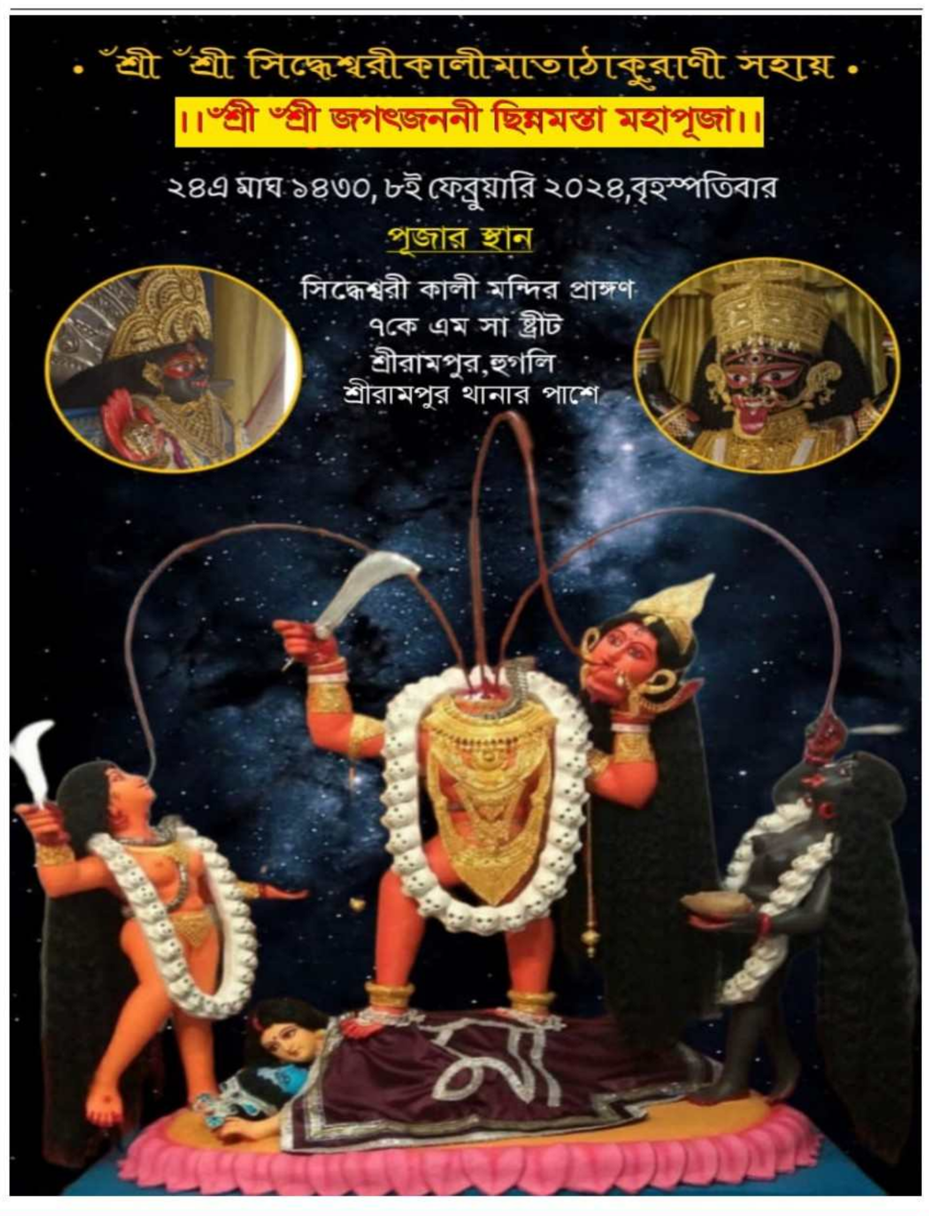

বাপের বাড়ি গিয়ে নিখোঁজ হলো গৃহবধূ, সন্ধান চান পরিবার

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর,মালদা : নিউজ সারাদিন : নিজের বাপের বাড়ি থেকেই সাত সকালেই নিখোঁজ হলো এক গৃহবধূ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলডাঙ্গি এলাকায়। ইতিমধ্যেই পরিবারের তরফে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেছেন গৃহবধুর পরিবার। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গড়গতি বিবি @মাবি (৪৪) সিরাজুদ্দিনের মেয়ে।উচ্চতা ৫'৪", গায়ের রং কালো, গঠন মোটা, পরনে নাইটি লাল হলুদ, নীল চাদর, সবুজ সোয়েটার, স্নায়ু শক্তি দুর্বল, মাথামোটা ভারসাম্যহীন।

দশ বছর বয়সে বাড়ি থেকে আজমীর শরীফ যাওয়ার পথে সে হারিয়ে যায় তারপরে আনুমানিক ত্রিশ বছর নিখোঁজ অবস্থায় থাকে। বহু জায়গায় বহুবার খোঁজাখুঁজির পরে ও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত নয় মাস পূর্বে মুম্বাইয়ের একটি সরকারি হাসপাতালে ১৫ বছর ধরে চিকিৎসা করার পর তার পরিচয় পত্র জানতে পেরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেয় বলে জানা যায়। বর্তমানে সে ভারসাম্যহীন অবস্থায় দুইবার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিবারের লোকজন জানতে পেরে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। শেষমেষ পুনরায় সেই মহিলা বাড়ি থেকে ২৬ তারিখ শুক্রবার ভোর সাড়ে ছয়টার সময় নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের সাথে ফোন মারফত যোগাযোগ করা হলেও তার কোন সন্ধান মেলেনি। অবশেষে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবারের পক্ষ থেকে। ঘটনার দশ দিন কেটে গেলেও এখনও সন্ধান না মেলায় চিন্তিত পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য মোবাইল নম্বর ৯৬৪১১১৬২৩৭/ ৯৭৩৩৩০৩১৩০

১-ম পাতার পর

৩৭৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ হবে রাজ্য বাজেটেই, মমতার নজরে ১০০ দিনের মজুরি

বকেয়ার মোট পরিমাণ ৬৬০০ কোটিরও বেশি। এই টাকাও রাজ্যের তরফে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবে এক দফাতেই তা দেওয়া হবে না। কয়েক কিস্তিতে তা মেটানো হবে। আগামী ৮ তারিখের রাজ্য বাজেটেই প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হবে।বাকি আছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা। বকেয়ার তালিকায় আছে মিড ডে মিলের টাকাও। এই সব টাকা চেয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার দাবি চিঠি দিয়েছেন কেন্দ্রকে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। এমনকি দিল্লিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠকও করেছেন মমতা। কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। বাংলার মানুষ তাঁদের হকের টাকা পাননি। এই অবস্থায় গতকালই কলকাতার রেড রোডের ধর্নামঞ্চ থেকেই মমতা ঘোষণা করে দিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজ করা বাংলার ২১ লক্ষ শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য টাকা ২১ ফেব্রুয়ারি পৌঁছে দেবে তাঁর সরকার। সেই সূত্রেই জানা গিয়েছে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ হতে চলেছে সেখানেই এই ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাবদ টাকার সংস্থান থাকছে। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, 'বাংলার খেটে-খাওয়া প্রান্তিক মানুষের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে আমাদের সরকার। লড়াই চালিয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু আমরা আর কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকবো না। বাংলার হকের টাকা বন্ধ করে দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে। আমরা তার সামনে মাথা নত করবো না। আপনাদের টাকা আমারাই দেব। ২১ লক্ষ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২১ ফেব্রুয়ারি বকেয়া মজুরির টাকা পৌঁছে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছে বাংলাকে কী ভাবে ভাতে পারব। আমি আমার প্রথম পদক্ষেপ আজ করছি। ২১ লাখ মজদুর যাদের কেন্দ্র টাকা দেয়নি তাঁদের আমরা টাকা দেব। ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে। আবাসন ১১ লাখের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার করেনি। আমি আবাসনের ঘোষণা আজ করব না। ভরসা রাখবেন, বিশ্বাস রাখবেন। আস্তে আস্তে সব করে দেব। আমরা ভিক্ষা চাই না। মানুষের টাকা চাই। বিজেপি নেতারা অট্টালিকায় থাকবে আর গরিব মানুষের মাথার ছাদ কেড়ে নেবে, এটা হতে পারে না। গ্রামে গ্রামে বার্তা দিয়ে দিন। ১০০ দিনের কর্মীদের তিন বছর ধরে টাকা আটকে রাখা হয়েছে। আমরা ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁদের টাকা দিয়ে দেব। আমি কথা দিলে কথা রাখি। আবাসের টাকাও আপনারা পেয়ে যাবেন।'

১-ম পাতার পর

মমতার ঘোষণায় বিপাকে বিজেপি, পাঞ্চার প্রেস্টিজ

একটাই। কেন্দ্রের প্রকল্পের টাকা কেন কেন্দ্র দেবে না আর সেই টাকা কেন রাজ্য মেটাবে? তবে পদ্ম শিবিরের নেতাদের চিন্তা অন্য জায়গায়। কেননা সামনেই ২৪'র ভোট। এমনিতেই বাংলাজুড়ে বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। কার্যত সশব্দে ধপাস করে বিজেপির পড়ে যাওয়া এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আর তার মাঝেই বাংলার ২১ লক্ষ মানুষের কাছে তাঁদের মজুরি পৌঁছে দেওয়া যে মমতার একটা জোরাল মাস্টারস্ট্রোক সেটা মানছেন বিজেপির নেতারাও। তাদের আশঙ্কা মমতার পদক্ষেপে গ্রাম বাংলায় বেশ ভালই ধাক্কা খেতে চলেছে দল।প্রকল্পের প্রাপ্যের খাতে বাংলার বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মজুরি বাবদ প্রাপ্য ৩৭৩২ কোটি টাকা। সেই টাকাই এবার রাজ্য সরকার তুলে দিতে চলেছে বাংলার ২১ লক্ষ মজুরের হাতে যারা এই ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ করেও তাঁদের মজুরির টাকা পাননি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা করেছেন চলতি মাসের ২১ তারিখে বাংলার ওই ২১ লক্ষ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তাঁদের মজুরি ঢুকে যাবে। এর জন্য রাজ্য বাজেটেই যা ঘোষণা করার তা করে দেওয়া হবে। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাই বাংলার মাটিতে বিজেপির প্রস্টিজ কার্যত পাঞ্চার করে দিয়েছে। মমতার এই ঘোষণা যে ২৪'র ভোটে বিজেপিকে ধাক্কা দেবে সেটাও বুঝে গিয়েছেন পদ্মনেতারা।

১-ম পাতার পর

অনুমতি প্রত্যাহার করেছে সেনা, খোলা হল ডিএর ধর্না মঞ্চ

জানান। যদিও ওই সংগঠনের দাবি অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের বক্তব্য, সেনার জায়গায় রাজ্যের কোনও হাত নেই। অসত্য অভিযোগ তোলা হচ্ছে।

বকেয়া ডিএ-র দাবিতে ধর্মতলার শহিদ মিনার চত্বরে প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে ধর্না কর্মসূচি করছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। শনিবার সেনার তরফে ওই জায়গা থেকে ধর্না কর্মসূচি তুলে নিতে বলা হয়। সেই মতো রবিবার সকালে ধর্না মঞ্চ খুলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যায়। এর ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন আন্দোলনকারীরা। মঞ্চ খুলে দেওয়া প্রসঙ্গে ওই সংগঠনের নেতা ভাস্কর ঘোষ বলেন, "আমাদের এই অবস্থান বিক্ষোভ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অস্বস্তি ছিল। তিনি কলকাঠি নেড়েছেন। সেনাকে দিয়ে মঞ্চ খুলে দেওয়ার কাজ করানো হয়েছে। এর জন্য আইনি লড়াই চলবে। দরকারে খোলা মাঠে ধর্না চলবে।"

কামাখ্যা মন্দিরের জন্য ৪৯৮ কোটির করিডোর, অসমে একদিনেই ১১,৬০০ কোটির প্রকল্প ঘোষণা মোদীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে রবিবার গুয়াহাটিতে তাঁর প্রথম জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমে ১১,৬০০ কোটি টাকার পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।শনিবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটি পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল প্রমুখ। মোদীকে স্বাগত জানাতে গুয়াহাটির খানাপাড়ায় এক লক্ষ প্রদীপ জ্বালানো হয়।

মোদীর রাজ্য সফরের আগে শনিবার বিকেলে গুয়াহাটির লাখিধর বরাহ ক্ষেত্রায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রয়োগের বিরুদ্ধে সমন্বয় কমিটির সদস্যদের একটি বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।বর্তমানে অসমে যে প্রকল্পগুলি চলছে সেই প্রকল্পগুলির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম একদিনে ১১,৬০০ কোটি টাকার পরিকাঠামো প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।

অসমে চার লেনের জাতীয় সড়ক নিয়ে দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মোদী। বিশ্বনাথ চারিয়ালি থেকে গোহপুর পর্যন্ত ১,৪৫১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প এবং দোলাবাড়ি থেকে জামুগুড়ি পর্যন্ত ৫৯২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প রয়েছে।

রবিবার স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কামাখ্যা মন্দিরের অ্যাক্সেস করিডোর, যা সমস্ত আবহাওয়ায় পথচারীদের সংযোগ এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করবে। দিব্যলোক পরিযোজনা নামে এই প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ৪৯৮ কোটি টাকা।প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের বরাক উপত্যকা অঞ্চলে বিদ্যমান গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ) এবং করিমগঞ্জে একটি নতুন মেডিকেল কলেজে (৫৭৮ কোটি টাকা মূল্যের) সুযোগ-সুবিধা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৩,২৫০ কোটি টাকার একটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গুয়াহাটির নেহরু স্টেডিয়ামকে বিশ্বমানের ফুটবল স্টেডিয়ামে উন্নীত করার জন্য ৮৩২ কোটি টাকা এবং গুয়াহাটির উপকণ্ঠে চন্দ্রপুরে স্টেডিয়ামের জন্য ৩০০ কোটি টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন মোদী। এছাড়াও বাণিজ্যিক ও বিনোদনমূলক স্থানগুলির জন্য ইউনিটি মল প্রকল্পের জন্য ২৯৭ কোটি টাকা ঘোষণা করা হয়েছিল।এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী অসম মালা ২.০ উদ্যোগের আওতায় ৩,৪৪৪ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, যার লক্ষ্য রাজ্য জুড়ে ৪৩ টি সড়ক উন্নয়ন এবং ৩৮ টি সেতু নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (এলজিবিআইএ) সংযোগকারী রাস্তা (৩৫৮ কোটি টাকা) প্রশস্তকরণ এবং ৪৩টি সড়ক ও ৩৮টি সেতুর উন্নয়ন।

১১ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধনের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অসমের যোগাযোগ আরও মজবুত হবে। গুয়াহাটির ভেটেরেনারি কলেজ খেলার মাঠে এক জনসভায় মোদী বলেন, এই প্রকল্পগুলি পর্যটন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে তুলবে।

এই সমস্ত প্রকল্প দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অসম এবং উত্তর-পূর্বের বাকি অংশের যোগাযোগ বাড়াবে।মোদীর নেতৃত্বের প্রশংসা করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, 'আজ অসমের জন্য সোনালি দিন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে অসম অভূতপূর্ব শান্তি ও সমৃদ্ধির সাক্ষী হয়েছে। জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদে উদ্বুদ্ধ হাজার হাজার তরুণ অস্ত্র সমর্পণ করে মূলস্রোতে ফিরে এসেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর আমাদের ৯টি সেতু তৈরি হয়েছে। এটা একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব ও দূরদর্শী নির্দেশনার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটি পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল গুলাব চাঁদ কাটারিয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল প্রমুখ। মোদীকে স্বাগত জানাতে গুয়াহাটির খানাপাড়ায় এক লক্ষ প্রদীপ জ্বালানো হয়।

২ পাতার পর

সারা জীবনের আদর্শ ও মূল্যবোধকে সম্মান', বললেন 'ভারতরত্ন' আডবাণী!

বিজেপির 'মার্গ দর্শক মণ্ডল'-এর মতো মর্যাদামণ্ডিত পদে ঠাঁই পান আডবাণীও।ভারতরত্নকে তাঁর আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি 'সম্মান' বলে জানিয়ে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা বলেন, "সমস্ত রকম কৃতজ্ঞতা সহযোগে আমি আমাকে দেওয়া এই ভারতরত্ন সম্মান গ্রহণ করছি। এটা আমার জন্য শুধু একজন ব্যক্তি হিসেবে পাওয়া কোনও সম্মান নয়। এটা আমার সারা জীবন ধরে যে আদর্শ ও মূল্যবোধকে অনুসরণ করেছে, এটা তার প্রতি সম্মান। যে আদর্শ ও মূল্যবোধকে আমি আমার সর্বোচ্চ ক্ষমতা অনুযায়ী সারাজীবন ধরে লালন করেছি। পালন করেছি।" একইসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি আমার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের, বিশেষ করে আমার প্রয়াত প্রিয়তম স্ত্রী কমলার সঙ্গে এই সম্মান পাওয়ার আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছি। তাঁরা-ই আমার শক্তির উতস।"আডবাণীর কথায়, "১৪ বছর বয়সে আরএসএস-এ ভলান্টিয়ার হিসেবে যোগদানের পর থেকে আমি পুরস্কার খুঁজেছি শুধু নিঃস্বার্থ ও নিবেদিত দেশ সেবার মধ্যে দিয়ে।" পাশাপাশি ভারতরত্ন হিসেবে তাঁর নাম বিবেচিত হওয়ার দিনে আডবাণী স্মরণ করেছেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ও ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীকেও। এদিন লালকৃষ্ণ আডবাণীকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে খবরটি পোস্ট করেন তিনি। বলেন, এটি তাঁর কাছে খুবই আবেগঘন এক মুহূর্ত।

২ পাতার পর

গাড়ির ভিতর কোন অফিসার? বচসার মধ্যেই এল পুলিশ! পরিচয় সামনে আসতেই সকলের মাথায় হাত

থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,ধৃতদের নাম সন্দীপ বিশ্বাস,শুভম রায়,কবিরুল আলি ও আকাশ ধর।এদের প্রত্যেকেরই বাড়ি বারাসাত ও মধ্যমগ্রাম এলাকায়। সন্দীপ নিজেকে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ট্রাফিক সার্ভিস অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। শুভমের পরনে ছিল আরপিএফ অফিসারের পোশাক। তারসঙ্গে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র ও দু রাউন্ড গুলি। বাকি দুজন নিজেদের আরপিএফ কনস্টেবল হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। সকলের পরিচয় ভুয়ো বলে নিশ্চিত হওয়ার পরই তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারা কিজন্য এই ভুয়ো পরিচয় বহন করছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাজেট পেশের আগেই বিরাট চাল!

বিধানসভায় বিজেপি-র 'রণনীতি' ঠিক করতে বৈঠকে শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সামনে লোকসভা নির্বাচন । ইতিমধ্যেই পেশ হয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেট। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন। ওদিকে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে রাজ্য বাজেট । এই আবহে বিজেপির পরিষদীয় দল সূত্রের খবর, বিধানসভায় রাজ্য বাজেটে গেরুয়া বিধায়কদের কী ভূমিকা হবে তা নিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় বৈঠক করবেন শুভেন্দুরা ।এদিকে গতকালই বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিএ কমিটির বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও শুভেন্দু অধিকারীকে আসেননি। এরপরই এই বিষয়ে মন্তব্য করে অধ্যক্ষ বলেন, "বিরোধীদের সদর্থক ভূমিকা থাকা উচিত। বিরোধী দলনেতা যে আচরণ করছেন তা সঠিক নয়। তার সংযত হওয়া উচিত।"সাম্প্রতিক সময়ের একাধিক ইস্যুতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা। একাধিক বিল নিয়ে অব্যাহত থাকে টানাপোড়েন। বিজেপির বিক্ষোভ, ওয়াকআউট এই সমস্ত ঘটনার সাক্ষী থেকেছে বিধানসভা। রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে বিজেপির অন্যতম প্রধান বক্তা শুভেন্দু অধিকারী একাধিকবার বিভিন্ন ইস্যুতে চেপে ধরেন সরকার পক্ষকে। ওদিকে পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে চলে যায় যে বিধানসভার অধিবেশন থেকে সাসপেন্ডও করা হয় শুভেন্দু অধিকারীকে।

গত ২৮ নভেম্বর বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন সাসপেন্ড করা হয় রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে। সেই অধিবেশন শেষ হয়েছিল ৪ ডিসেম্বর। যদিও ৩০ দিনের সেই সাসপেনশন শেষ হয়েছে। একদিন আগেই বিরোধী দলনেতার সাসপেনশন উঠেছে বিধানসভায়। তবে এতকিছুর পরও যে শুভেন্দুকে দমানো যাবেনা তা অবশ্য কারও বুঝতে বাকি নেই। আগেই শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন যে, সকলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিধানসভায় তাদের প্রতিবাদ জারি থাকবে।

যদিও সাসপেনশন ওঠার পর শুভেন্দু জোর গলাতেই বলেন, "কারও দয়ায় আমি বিরোধী দলনেতা হইনি, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দয়ায় আমার সাসপেনশন ওঠেনি।" এই উত্তপ্ত আবহে সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভার অধিবেশন। আবার বৃহস্পতিবার বাজেট পেশ। এই সময়েই আবার বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের কি ভূমিকা হবে তা নিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় বৈঠকে বসবে বিজেপি। শুভেন্দু বলেন, "রণনীতি ঠিক করতে আমরা মঙ্গলবার আলোচনায় বসছি।" পাশাপাশি সরকারপক্ষ যে ভাষায় কথা বলবে আমরা সেই ভাষাতেই আলোচনা হবে বলেও সাফ জানিয়েছেন শুভেন্দু।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৩৫ সংখ্যা ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ সোমবার ২১ মাঘ, ১৪৩০

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সপ্তম পর্ব)

রোমান জুপিটারের ধারায় পুরুষ প্রকৃতিকে ধরে মাতৃদেবীর স্থলে, পিতৃদেব স্থান পায় এবং স্বর্গদেবতা দাউসের আবির্ভাব হয় যা পরবর্তীকালে ইন্দ্রের রূপ ধারণ করে। তারপর বায়ু, সূর্য, বিষ্ণু, অগ্নি, অশ্বিনী ইত্যাদির কথা এবং আনুষঙ্গিক আরও সব।

What Is The History of Hinduism?

ডা. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মতে, 'হিন্দুধর্মের মূলভিত্তি বেদ। ঋগবেদ অর্থাৎ ঋকসংহিতা জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ, যা তিলকের মতে ৪৫০০ খ্রি. পূর্বে রচিত। এখানে একটি মহাদেবের অর্থাৎ মহাদেবতা উপাসনার কথা আছে। ঋকবেদের পুরুষসুক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে রয়েছে : 'পুরুষ এবেদং সর্বম যদ ভূতম যশ্চভ্রম্যম' অর্থাৎ বর্তমানে যা আছে, অতীতে যা ছিল এবং ভবিষ্যতে যা হবে, সে সমস্তই পুরুষ। দীর্ঘতমা ঋষির মন্ত্রে 'একং সদ্বিপ্রা বহুদা বদন্তি' এই দেবতা একই, বিপ্রগণ বহু বলেন।' হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন, 'অনেক হিন্দু মনে করেন বেদ একটি প্রেরিত পুস্তক। 'বিদ' শব্দ থেকে 'বেদ'= উৎপত্তি। এটি সেকালের চলমান জ্ঞানের সংকলন মাত্র। সেকালে কোন পৌত্তলিকতা ছিল না, দেবতাদের জন্যও কোন মন্দির ছিল না। আস্তে আস্তে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের মনে ধারণা জন্ম নেয়। প্রথমে অলিম্পিয়ানদের মত ঈশ্বরের অবস্থান ছিল, পরে একেশ্বরবাদ, তারপর ্-এর ধারণা বা মনিবাদের জন্ম। এসব ঘটনা ঘটতে প্রায় একশো বছর লেগে যায়। তারপর বেদের শেষে অবস্থা। অর্থাৎ বেদযুক্ত অস্ত থেকে বেদান্ত দর্শনের উৎপত্তি। আদিম বেদের কালে আর্যদের জীবন সম্পর্কে বেশি সচেতনতা ছিল, আত্মার প্রতি তত দৃষ্টি দেয়ার সময় ছিল না। পরে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে, অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদের উৎপত্তি হয়।' (Discover -of India, page 59)।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে উপনিষদ বেদের সমান্তরাল না হলেও সন্নীকটবর্তী। উপনিষদ শব্দের অর্থ হল অতি নিকটে থেকে যে বিদ্যা গ্রহণ করতে হয়, একে 'গুহ্যজ্ঞান'ও বলা হয়ে থাকে। ঈশ্বর কোথায় এবং কীভাবে বিরাজমান, মানুষ ও জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে উপনিষদের মুখ্য আলোচনা। যে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় তাকেই উপনিষদ বলে। উপনিষদ হচ্ছে বেদের সারাংশ এবং বেদের সেই অংশ যেখানে শুধুমাত্র পারমার্থিক জ্ঞান নিয়েই উপদেশাবলী দেয়া হয়েছে।

উপনিষদে দেবতাদের কোন স্থান নেই, একমাত্র ব্রহ্মই বা ঈশ্বরই এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। উপনিষদে বলা হয়েছে যে জগতের মূলে আছেন এক ব্রহ্ম। তিনি সত্য, চৈতন্যময় ও জ্ঞেয়; আর অন্য সমস্ত অসত্য, জড় ও অজ্ঞেয়। জীব এবং ব্রহ্ম এক, এই দুইয়ের কোন পার্থক্য নেই। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পেলেই জীবের মুক্তি হয়। ব্রহ্মপ্রাপ্তিই হচ্ছে জীবের একমাত্র কামনা। উপনিষদের মোট সংখ্যা এগারো। যেমন- ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বর। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

বৈদিক যুগের ধর্মদর্শনসমূহ খুবই কঠিন ভাষায় প্রকাশিত হওয়ার কারণে সাধারণ ধর্মানুসারীগণ হিন্দুধর্মের প্রকৃত আশ্বাদ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। বৈদিক যুগে অর্থাৎ যে সময়কালে বেদ প্রকাশিত হয়েছিল তখন পুজা অ□চনায় কোন মূর্তি বা দেবদেবীর প্রতিকৃতি ছিল না। হিন্দু ধর্মাচারসমূহকে অনুসারীগণের মধ্যে সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে গল্প কথায় ধর্মকে সাধারণের কাছে পরিচিতকরণের কাহিনী রূপককেই পুরাণ বলা হয়। পুরাণ গ্রন্থে সাহিত্যের মধ্যে ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে।

The History of Hindu India (English narration and English subtitles)

পুরাণ গ্রন্থসমূহের মূল সংখ্যা আঠারো। এগুলি যথাক্রমে ব্রহ্ম পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, শিব পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, গরুড় পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবদ পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কেণ্ডেয় পুরাণ, বামন পুরাণ, বরাহ পুরাণ, মৎস পুরাণ, কুর্ম পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। এ গ্রন্থগুলোর রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে সপ্তম খ্রিষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে পৌরাণিক যুগে অর্থাৎ যে সময়ে পুরাণ রচিত হতে শুরু হয় তখন সনাতন ধর্মের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হতে দেখা যায়।

বৈদিক ধর্ম ও দর্শনকে লোকায়ত চেতনার অনুসঙ্গী করার প্রচেষ্টায় পুরাণের উদ্ভব ঘটে। বৈদিক আর্যদের প্রধান ধর্মানুষ্ঠান ছিল দুশ্চর যজ্ঞকেন্দ্রিক। কিন্তু পুরাণ প্রণয়নকালে সেই ধর্মানুষ্ঠানকে পূজা-পার্বণ ও ব্রতকেন্দ্রিক করা হয়। পুরাণেই দেবদেবীদের মানবায়ন ও জীবের আকৃতি দেওয়া হয়। পুরাণেই হিন্দুধর্মের এখনকার বর্তমান প্রচলিত পৌত্তলিকতার বীজ রোপিত হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, বেদ ও উপনিষদ বহির্ভূত বহু সংখ্যক দেবদেবীর কল্পনা, মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ, বর্তমান পদ্ধতিতে তাদের পূজার্চনার পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রভৃতি পুরাণেরই অবদান। অনুসন্ধানে দেখা যাবে যে, পুরাণের শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই হিন্দু সমাজের বর্তমান কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। আবুল হোসেন ভট্টাচার্য মনে করেন, 'মূর্তিপূজার সূচনা এখন থেকে পাঁচ হাজার বছরের ঊর্দ্ধে নয়' (মূর্তিপুজার গোড়ার কথা)। আল বেরুনী তাঁর ভারত-তত্ত্ব গ্রন্থে হিসেবে করে দেখিয়েছেন যে মুলতানের রক্তবর্ণের চর্মাকৃত এবং রক্তবর্ণের চক্ষু-তারকা বিশিষ্ট আদিত্য (সূর্য) দেবের কাষ্ঠমূর্তিটি 'কৃত্য' যুগের শেষে নির্মিত হয়ে থাকলে এখন থেকে তার সময়ের ব্যবধান দাঁড়ায় ২,১৬,৪৩২ বছর। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

পুরাণ সমূহের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিশ্বকোষের অভিমত : Purans disorderd geneologis of kings compounded with legends, put in present from fourth century A. D. and latter (W. L. Lenger)। ডব্লিউ এল লেঙ্গারের মতে, যিশুখ্রিষ্টের ৪০০ বছর পরে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পুরাণ রচিত হয়েছে। ডক্টর বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়ের মতে, পুরাণ রচনার সময়কাল প্রায় ২,৫০২ খ্রি.পূ. ২৫৬৩ খ্রি. পূর্বের মধ্যকাল ("বেদ ও পুরাণের ভিত্তিতে ধর্মীয় ঐক্যের জ্যোতি')। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ৩৫০০, ৪০০০ বছর পূর্বে পুরাণ রচিত হয়েছে। যাই হোক 'বেদব্যাস মুনি কর্তৃক পুরাণ সমূহ প্রণীত হয়েছে'- এই দাবি সত্য হলে পুরাণ সমূহের বয়স পাঁচ হাজার বছরেরও কম সাব্যাস্ত করাই সমীচীন। তবে ভারতীয় ধর্ম দর্শনে পুরাণের চেয়ে উপনিষদের প্রভাবই বেশি। যার অনেক অনুকৃতিই আজ রাষ্ট্রীয় আদর্শেরই অঙ্গিভূত হয়েছে।

Lingodbhava is a Shaiva sectarian icon where Shiva is depicted rising from the Lingam হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত । Short Introduction of Sanatan Hinduism

ভারতের প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বহু উপনিষদীয় বাক্য। ভারতের রাষ্ট্রচিহ্ন অশোক চক্রের নিচেই সন্নিবেশিত য়েছে উপনিষদীয় বাণী 'বহুজনহীতায়, বহুজনসুখায়'। ভারতীয় বীমা করপোরেশনে গৃহীত হয়েছে 'যোগ ক্ষেমং বহাম্যহম্থ। নৌবাহিনীর আদর্শ স্থির হয়েছে 'সং নো বরুণঃ'। লোকসভার অধ্যক্ষের আদর্শ স্থির হয়েছে 'ধর্মচক্র 'প্রবর্তনায়' লোকসভার দ্বারে লিখিত হয়েছে 'ন সা সভ্য যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা, ন তে বৃদ্ধাঃ যেন বদন্তি ধর্মম্।' পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায়ও এই শ্লোকটি পুরো উৎকীর্ণ হয়েছে। ডাক তার বিভাগের আদর্শ স্থির হয়েছে অহর্নিশ সেবামহে।' দার্জিলিং-এ হিমালয়ে আরোহণের কেন্দ্রের আদর্শ সংস্থানেও স্থিরীকৃত হয়েছে উপনিষদীয় বাক্য। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো

ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের ৭৪তম বার্ষিক সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এগারো বছর পরে পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের ৭৪তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো এমডি সালমান হেলাল বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় স্পিকার শ্রী বিমান ব্যানার্জি মহাশয়,ডঃ দীপ্যমান গাঙ্গুলী ,প্রিন্সিপাল সাইন্টিস্ট, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি, ডা: দিব্যেন্দু মজুমদার, সভাপতি ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া , ডা: রাজিব চুগ, ডা: রবীন্দ্রনাথ ডা: অশোক ধোবলে , ডা:সিতাংশু ঘোষ , ডা:শুভ্র নন্দী ও অন্যান্যরা। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ডা: সুদীপ্ত রায়। তিন দিন ধরে বিভিন্ন সাইন্টিফিক সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় যেখানে বক্তব্য রাখেন দেশ ও বিদেশের ১৪৩ জন পৃথিতযশা চিকিৎসক। এই সম্মেলনের অঙ্গ হিসেবে গুরু নানক ইনস্টিটিউট অব ডেন্টাল সাইন্স ও কুসুম দেবী সুন্দর লাল ডেন্টাল কলেজে ২০০ জন চিকিৎসককে বিশেষ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হয়। সম্মেলনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ও ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সম্পাদক ডক্টর রাজু বিশ্বাস জানান " ১১ বছর পর আইডিএ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার উদ্যোগে কলকাতাতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।তিন দিন ধরে চলা এই সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দু হাজারের বেশি দন্ত চিকিৎসক ও ছাত্র অংশগ্রহণ করেন। কোভিড অতিমারীর কারণে দীর্ঘ চার বছর চার বছর অপেক্ষার পর এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলেও এই সম্মেলনের ব্যাপ্তি আগের সব বারের থেকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

সম্পাদকীয়

শংকরকে কখনও নোটিসই দেয়নি ইডি

রেশন দুর্নীতি মামলায় প্রথমে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু আর তারপর তার সূত্র ধরে সদ্য গ্রেফতার হয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তথা উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য । তার গ্রেফতারির পর আদালতে ইডি জানায়, ইডি আদালতে জানায়, হাসপাতালে থাকাকালীন চিঠির মাধ্যমেই নাকি মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন জ্যোতিপ্রিয়।ওদিকে নোটিসে থাকা কিউআর কোড যাচাই করে দেখা যায় নোটিসে শংকর নয়, তার বদলে নাম রয়েছে অন্য ব্যক্তির। যার নাম রাকেশ সিং-র। অর্থাত তার মক্কেলের নামে কোনও নোটিসই দেয়নি ইডি। ওদিকে সমন না পাঠানোর বিষয়টি স্বীকার করে নেয় ইডির আইনজীবীও। এই বিষয়ে ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর জানান, "ওই সমন আমরা পাঠাইনি। কীভাবে গিয়েছিল তার তদন্ত করা হবে।" বিচারকও এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রিয়দর্শনীর কাছে থেকেই জ্যোতিপ্রিয়র লেখা এক চিঠি উদ্ধার হয়। সেই চিঠি থেকেই শঙ্করের নাম সামনে এসেছে।

জ্যোতিপ্রিয়র লেখা এই চিঠি নিয়ে সেই প্রথম থেকেই বিস্তর জলঘোলা হচ্ছিল। ধৃত শংকরও সেই চিঠির কথা আগেই অস্বীকার করেছিলেন। আর এবার ইডির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাবি করলেন শংকরের আইনজীবী। শংকরের আইনজীবীর দাবি, ইডি তার মক্কেলের নামে কোনও সমনই পাঠায়নি।

শনিবার জেল হেফাজতের মেয়াদ শেষে শংকরকে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আদালতের শংকরের আইনজীবীর দাবি, প্রথমে তার মক্কেলের কাছে ইডির নাম নিয়ে একটি নোটিস যায়। প্রথম নোটিসের পরিপ্রেক্ষিতে এক মাসের সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে জানা যায়, ইডি সেই নোটিস পাঠায়নি।

শংকরের তরফে এদিন জামিনের আবেদন জানানো হয়নি। তবে আদালতে শংকরের শারীরিক অবস্থা নিয়ে সওয়াল করেন তার আইনজীবী। বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান আদালতে বলেন, "জেলে আছি। জামিন চাইছি না। কিন্তু চিকিৎসা চাইছি। কিছু পরীক্ষা করার দরকার রয়েছে। আমি নিজের খরচেও করতে পারি।" জেলে ঠিকমতো পরিষেবা মিলছে না বলেও অভিযোগ করা হয়। তবে এই নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত জানায়নি আদালত। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

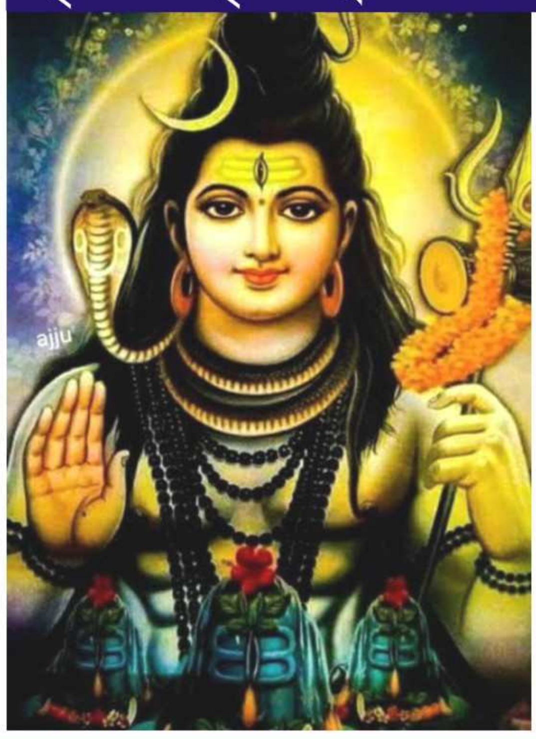

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শুধু তাই নয়, ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এই মন্ত্রটি। আধুনিক কালে এই মন্ত্রটিকে নিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে মন্ত্রটি পাঠ করার সময় মস্তিষ্কের অন্দরে থাকা নিউরনগুলি এতটাই অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যে ধীরে ধীরে মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তিরও উন্নতি ঘটে।মানব জাতির উন্নতির একমাত্র ভরসা ও আরদ্ধ দেবতা শিব। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

রাজনীতিতে আসছেন বিজয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক থালাপতি বিজয় এবার কমল হাসনের দেখানো পথে হাঁটলেন। তিনিও রাজনীতিতে আসছেন। শিগগির নিজে রাজনৈতিক দল গড়তে যাচ্ছেন। এমনটাই তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা জানিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়। দ্রুতই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের নাম নথিভুক্ত করাবেন বলে খবর। সেই মতো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। চেন্নাইতে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে দাবি বিজয়ের ঘনিষ্ঠবৃত্তের মানুষজনের।

মূলত দক্ষিণী সিনেমাতেই অভিনয় করেন বিজয়। তবে তামিলনাড়ুর বাইরে, ভারতজুড়েই অসম্ভব জনপ্রিয় তিনি। এবার সিলভারস্ক্রিন থেকে রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হতে চলেছেন।

জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের কাছে যাওয়ার আগে সম্প্রতি দলে পরিষদীয় বৈঠক হয়। সেখানে প্রায় ২০০ জন সদস্য হাজির ছিলেন। বিজয় সভাপতি হয়েছেন, দলের সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষও নিযুক্ত করা হয়ে গিয়েছে বলে খবর মিলছে। পাশাপাশি দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

জানা গেছে, দলের কার্যনির্বাহ কমিটিই বিজয়কে সভাপতি চয়ন করেছে। প্রথমে নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়ে দলের নাম নথিভুক্ত করা হবে। তারপর নির্বাচনী রাজনীতিতে পা রাখবে বিজয়ের দল।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিজয়ের এক সহযোগী বলেন, '২০২৬ সালে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজনীতিতে পদার্পণ করবেন বিজয়। দলে নামে অবশ্যই কাজকর্ম থাকবে, তামিল রাজনীতির রীতি মেনেই।'

দক্ষিণী সিনেমায় রজনীকান্তের পরই, দ্বিতীয় মেগাস্টার হিসেবে ধরা হয় বিজয়কে। এখন পর্যন্ত ৬৮টি সিনেমায় অভিনয় করেছেন। তবে তার রাজনীতিতে আসার ইচ্ছে দীর্ঘদিনের। এমনিতে দীর্ঘদিন ধরেই সমাজসেবামূলক কাজ করেন।

দুঃস্থদের খাদ্যাসামগ্রী বণ্টন, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ বহন, গ্রন্থাগার নির্মাণ, এমনকি বিনা মূল্যে বহু ছেলেমেয়েকে টিউশনের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন বিজয়। অন্যদিকে কোর্ট-কাছাড়ি করতে গিয়ে টাকার অভাব পড়লে বিজয় বিনা মূল্যে আইনি সহায়তার ব্যবস্থাও করে দেন।

সম্প্রতি বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে বিশেষ আয়োজনও করেন বিজয়, যেখানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হওয়া ছেলেমেয়েদের সম্মানিক করেন তিনি।

যেভাবে ভক্তকে চমকে দিলেন শাহরুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'পাঠান', 'জওয়ান', 'ডাঙ্কি' দিয়ে ২০২৩ সাল মাতিয়ে রেখেছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। তিনটি সিনেমাই বক্স অফিস কাঁপিয়েছে। গতকাল সোমবার ছিল সেই সাফল্য উদযাপনের দিন। যশরাজ স্টুডিওতে আয়োজন করা হয়েছিল অনুষ্ঠানের। শাহরুখও হাজিরে ছিলেন সেই আয়োজনে। সামনে শাহরুখকে দেখে নিজেকে আটকানোর সাধ্য নায়কের ভক্তদের নেই। শাহরুখ মঞ্চে উঠতেই তাই ছুটে গেলেন এক যুবক। তার সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তের যেমন অনুভূতি হতে পারে, সম্ভবত এই যুবকও ততটাই উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিলেন। করমর্দনের জন্যে শাহরুখের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন না কি তার বুকে ঝাঁপ দেবেন, সেটা বুঝতে পারছিলেন না। যুবককে এমন থতমত খেয়ে যেতে দেখে শাহরুখ নিজেই তাকে টেনে নিলেন বুকে। জড়িয়ে ধরলেন। চুম্বন এঁকে দিলেন যুবকের কপালে। শাহরুখের এমন কাণ্ডে ওই যুবক আরো হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন তিনি। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এই ভিডিওটি।

ফারিন-শাশ্বত'র 'লাভ বাজ'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বন্ধুত্বের গল্প। তার সঙ্গে হাস্যরস আর কিছুটা প্রেমের আঁচ। ব্যাস, এতেই চমক দেখিয়েছেন নির্মাতা কাজল আরেফিন অমি। এর আগে 'ব্যাড বাজ' ও 'গুড বাজ' প্রচারের পর রেকর্ড পরিমাণ সাড়া পেয়েছিল। নতুন বছরের ভালোবাসা দিবসে অমি এবার 'লাভ বাজ' নিয়ে হাজির হচ্ছেন। ক্লাব ইলেভেন ও বুম ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত এই ভ্যালেন্টাইন প্রজেক্টে অভিনয় করছেন এই সময়ের দুইমুখ ফারিন খান ও শাশ্বত দত্ত। যেখানে ফারিনকে দেখা যাবে আয়না চরিত্রে, অন্যদিকে শাশ্বত অভিনয় করেছেন তানিম চরিত্রে।

প্রজেক্টটি নিয়ে অমি জানান, 'এই ফ্যাঞ্চাইজির গল্পটা বন্ধুত্বের। প্রথমে তাদের মধ্যে একটা ব্যাড বাজের গল্প দেখিয়েছি, এরপর গুড বাজ এসেছে। তো দুটি গল্পেই বন্ধুত্বের জায়গাটা বেশি ফোকাস করেছি। এবার তাদের মধ্যকার লাভ অ্যাঙ্গেলটা তুলে ধরতে চাই। সে কারণে ভ্যালেন্টাইনে রিলিজের সিদ্ধান্ত।'

ফারিন-শাশ্বতের সঙ্গে আগের দুই নাটকে যারা ছিলেন, এবারও তাদের অনেকেই থাকছেন। কিছু পরিবর্তনও দেখা যাবে।

প্রথমবার সংসদ অধিবেশনে গিয়ে যা বললেন ফেরদৌস

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নতুন সরকারের প্রথম সংসদ অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন চিত্রনায়ক ও নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ফেরদৌস আহমেদ। আজ (৩০ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় সংসদ অধিবশেন শুরু হয়েছে।

অন্যান্য সংসদ সদস্যদেরর সঙ্গে ফেরদৌস আহমেদও প্রথম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সংসদের অধিবেশ কক্ষে গিয়ে সেলফি তুলে তা তার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছেন। ফেরদৌস ছবি পোস্ট করে একটি স্ট্যাটাসও দিয়েছেন। এতে তিনি লেখেন, 'আলহামদুলিল্লাহ সকল ভালোবাসার মানুষের দোয়া চাই।'

নায়ক ফেরদৌস আহমেদ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১০ আসনে আওয়ামী লীগের হয়ে প্রথমবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন তিনি।

ফেরদৌস অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র প্রয়াত নায়ক সালমান শাহর অসমাপ্ত সিনেমা'বুকের ভিতর আগুন'। এরপর ১৯৯৮ সালে এককভাবে নায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন অঞ্জন চৌধুরী পরিচালিত 'পৃথিবী আমারে চায় না' সিনেমার মধ্য দিয়ে। এরপর তিনি ব্যাপকভাবে আলোচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেন ১৯৯৮ সালে ভারতের চলচ্চিত্রকার বাসু চ্যাটার্জি পরিচালিত যৌথ প্রযোজনার সিনেমা 'হঠাৎ বৃষ্টি'র মাধ্যমে।

এছাড়া ফেরদৌসের অসংখ্য জনপ্রিয় সিনেমা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- 'গঙ্গাযাত্রা', 'কুসুম কুসুম প্রেম', 'এক কাপ চা', 'পৃথিবী আমারে চায় না', 'প্রেমের জ্বালা', 'বউ-শাশুড়ির যুদ্ধ', 'প্রাণের মানুষ', 'নন্দিত নরকে', 'চন্দ্রকথা', 'আমার আছে জল', 'খায়রুন সুন্দরী', 'দুই নয়নের আলো', 'ফুলের মত বউ', 'গোলাপী এখন বিলাতে', 'গেরিলা', 'বৃহন্নলা', 'টক ঝাল মিষ্টি', 'কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি', 'অবুঝ বউ', 'চুপি চুপি', 'এই মন চায় যে', 'সবার উপরে প্রেম', 'রানী কুঠির বাকী ইতিহা ', 'রাক্ষুসী' ইত্যাদি।

ফেরদৌস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে পড়াশোনা শেষ করে নাম লেখান ঢাকাই চলচ্চিত্রে। প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'হঠাৎ বৃষ্টির' কল্যাণে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়ে যান তিনি। এরপর অভিনয় করেছেন দুই বাংলার অনেক জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে।

ফাইটার-এ হৃতিক নিয়েছেন ৮৫ কোটি, দীপিকা কত?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'ফাইটার' সিনেমায় জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন হৃতিক রোশান ও দীপিকা পাড়ুকোন। গত ২৫ জানুয়ারি বিশ্বব্যাপী মুক্তি পেয়েছে এটি। শুধু ভারতের ৪ হাজার ২০০ পর্দায় প্রদর্শিত হচ্ছে সিনেমাটি। ছবিটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২০০ কোটির'ও বেশি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রায় ৮৫ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন হৃতিক।

ছবিতে তার সহ-অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন নিয়েছেন ২০ কোটি। অভিনেতা অনিল কাপুর পেয়েছেন ১৫ কোটি টাকা। ছবি নির্মাণে মোট ব্যয়ের অধিকাংশ অংশই খরচ হয়েছে তারকাদের পারিশ্রমিকে। যদিও 'ফাইটার' ইতোমধ্যেই ব্যবসা সফল ছবির তকমা পেয়েছে। কারণ মুক্তির ৫ দিনেই ভারতে ১২০ কোটির বেশি আয় করেছে হৃতিক-দীপিকার বিগ বাজেটের এই সিনেমা। বিশ্বজুড়ে আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫০ কোটির কাছাকাছি। কিছুদিন আগেই সিয়াসাত-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়, প্রতিটি ছবি করার জন্য হৃত্বিক বর্তমানে ৭৫ থেকে ১০০ কোটি টাকা নিয়ে থাকেন। এত পারিশ্রমিকের কারণে অভিনেতার ছবির সংখ্যাও বর্তমানে কমে এসেছে।

চোট কাটিয়ে ফিরছেন হালান্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চোটের ধাক্কায় প্রায় দুই মাসের বিরতির পর অবশেষে মাঠে নামতে যাচ্ছেন আর্লিং হালান্ড। প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির পরের ম্যাচের স্কোয়াডে এই স্ট্রাইকার থাকবেন বলে নিশ্চিত করেছেন দলটির কোচ পেপ গার্দিওলা।

গত মৌসুমে সিটিতে যোগ দিয়ে গোলের পর গোল করে, অনেক রেকর্ডের জন্ম দিয়ে সাড়া জাগানো হালান্ড এবারও আছেন ছন্দে। চলতি প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত ১৪ গোল করে মোহামেদ সালাহর সঙ্গে যৌথভাবে আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতা তিনি। তবে গত ৬ ডিসেম্বর অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ১-০ গোলে হারের ম্যাচে চোট পাওয়ার পর থেকে মাঠের বাইরে হালান্ড। শুরুতে নরওয়ের এই স্ট্রাইকারের চোট গুরুতর নয় বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তার ফেরার সম্ভাব্য তারিখ কেবলই পেছাতে থাকে। অবশেষে সেই অপেক্ষা শেষ হতে যাচ্ছে। প্রিমিয়ার লিগে ৩১ জানুয়ারি ঘরের মাঠে বার্নলির মুখোমুখি হবে শিরোপাধারীরা। আগের দিন ২৩ বছর বয়সী হলান্ডকে নিয়ে সুখবর দিলেন গার্দিওলা।

গার্দিওলা জানান, “হ্যাঁ, সে স্কোয়াডে থাকবে। (অনেক দিন পর) এই প্রথম সে ফিরছে। স্কোয়াডের সবাই এখন প্রস্তুত, আমরা এখন আরও শক্তিশালী। আমাদের জন্য সে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।”

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চলতি মৌসুমে ২২ ম্যাচ খেলে ১৯ গোল করেছেন হালান্ড। এমন একজনকে মৌসুমের খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে ফিরে পাওয়াটা সিটির জন্য বিশেষ কিছু। লিগ শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে লিভারপুলের চেয়ে ৫ পয়েন্টে পিছিয়ে দুইয়ে আছে তারা। ২১ মাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। সিটির পয়েন্ট ৪৩। অবশ্য গার্দিওলার দল একটি ম্যাচ কম খেলেছে।

এছাড়া গতবারের ট্রেবল জয়ীরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও এফএ কাপের শিরোপা ধরে রাখার অভিযানেও টিকে আছে।

আফ্রিকান কাপ অব নেশন্স

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্টদের বিদায় করে দিলো দক্ষিণ আফ্রিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আফ্রিকান নেশনস কাপ থেকে আগেই বিদায় নিয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ ও সাদিও মানে। এবার আরও একটি অঘটনের স্বীকার হয়ে আসর থেকে বিদায় নিলেন আশরাফ হাকিমিও।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরে আফ্রিকান নেশনস কাপের আসর থেকে ছিটকে গেছে হাকিমির মরক্কো। অপরদিকে শেষ ষোলো পর্বের খেলায় জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

কাতার বিশ্বকাপে চমক দেখিয়ে ফুটবলবিশ্বের নজরে আসে মরক্কো। আফ্রিকার প্রথম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে গিয়েছিল দেশটি। অথচ গতকাল আইভরি কোস্টের সান পেদ্রোর লরেট পোকো স্টেডিয়ামে অঘটনের ম্যাচে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে আসরের অন্যতম ফেবারিট দল মরক্কোকে।

হাকিমির পেনাল্টি মিস, নেশনস কাপ থেকে মরক্কোর বিদায়

ম্যাচের ৫৭ মিনিটে প্রথম গোল হজম করে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে যায় মরক্কো। তবে ৮৩ মিনিটে সমতায় ফেরার দারুণ সুযোগ পায় তারা। ডি-বক্সের ভেতরে আফ্রিকার খেলোয়াড় মাথবি এমবালার হ্যান্ডবল হলে পেনাল্টি পায় মরক্কো। তবে দারুণ সুযোগটি মিস করে বসেন মরক্কোর ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমি। তার শট করা বলটি ক্রসবার থেকে ফিরে আসে। এতে হতাশায় ডুবেন মরক্কোর সমর্থকরা।

ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে সফিয়ান আমরাবাত লালকার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় মরক্কো। ফলে গোল করা সহজ হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। সে সুযোগ কাজে লাগাতে দেরিও করেনি তারা। ১ মিনিট পরই গোল করে ব্যবধান ২-০ করে নিজেদের জয় নিশ্চিত করে দক্ষিণ আফ্রিকা।

ম্যাচের পর মরক্কোর কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুই আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমরা হয়তো প্রথমার্ধে খেলাটি নিষ্পত্তি করতে পারতাম। এই পর্যায়ে (আসরের) আপনি যে কোনো সুযোগ নষ্ট করার জন্য অবিলম্বে শাস্তি পেতে পারেন। পেনাল্টি (মিস) আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। আমাদের যা কিছু করার দরকার ছিল, আমরা সেগুলো করতে পারিনি। আমিই এর সম্পূর্ণ দায় নিচ্ছি।'

ক্রিকেটার স্বর্ণার আইফোনসহ টাকা উদ্ধার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার স্বর্ণা আক্তারের চুরি যাওয়া আইফোনসহ অন্যান্য মালামাল উদ্ধার করেছে র‍্যাব। এছাড়া চুরির ঘটনায় জড়িত আসামি মো. আল-আমিন দেওয়ান আযানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৩১ জানুয়ারি সকালে র‍্যাব সদর দপ্তরের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মঈন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার স্বর্ণা আক্তারের বাসা থেকে দু'টি আইফোনসহ সাড়ে তিন হাজার ডলার চুরি হয়। এ ঘটনার পর র‍্যাব ছায়া তদন্ত নামে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, আসামি আল-আমিন ঢাকা থেকে পালিয়ে দিনাজপুরে আত্মগোপন করেছেন। পরে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় আইফোনসহ চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার করা হয়েছে।

এর আগে গত সোমবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে রাজধানীর পূর্ব রাজাবাজারে ক্রিকেটার স্বর্ণার ফ্ল্যাট থেকে একটি আইফোন ১৩ প্রো, একটি আইফোন ১৩ মিনি, সাড়ে তিন হাজার ডলার, সাড়ে ছয় হাজার নগদ টাকা, জন্মসনদ, ব্যাংকের চেক বই ও ভিসা কার্ডসহ ব্যাগ চুরি হয়। এ অভিযোগে তিনি থানায় মামলা দায়ের করেন।

অভিযুক্ত মো. আল-আমিন দেওয়ান আযান অন্য নারী ক্রিকেটারের স্বামী। তারা একই ফ্ল্যাটে থাকতেন।

ম্যানসিটিকে সরিয়ে

দুইয়ে আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ৩০ জানুয়ারি প্রায় একতরফা আধিপত্য দেখিয়েছে আর্সেনাল। মিকেল আর্তেতার শিষ্যরা পুরো ম্যাচেই ছিল অপ্রতিরোধ্য। প্রতিপক্ষের মাঠে ২-১ গোলে জয় পেয়েছে আর্সেনাল। এ জয়ের ফলে ২২ ম্যাচ শেষে ৪৬ পয়েন্ট আর্সেনালের নামের পাশে। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমভাগে ডেডলক ভাঙেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস। তবে প্রথমার্ধেই তিনি গোল পেতে পারতেন, যদি একটু সাবধানী হতেন। তের মিনিটের মাথায় ডান প্রান্ত থেকে আসা বলে ঠিকঠাক পা স্পর্শ করলেই গোলের দেখা পেতে পারতেন জেসুস। দ্বিতীয়ার্ধে আবার তারই শট গোলবার থেকে ফেরত আসে। তবে ৬৬ মিনিটে করা গোলটাও চোখে পড়ার মতোই। দূরহ কোণ থেকে গোলরক্ষককে নাটমেগে পরাস্ত করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান। কিছুক্ষণ পর আবার গোল করেন বুকায়ো সাকা। ডিবক্সের কিছুটা ভেতর থেকে তার নেওয়া প্লেসিং শট চলে যায় জালে। নটিংহ্যাম শেষ মুহূর্তে গিয়ে একটি গোল করলেও তাতে ম্যাচের ফল বদলায়নি। এই জয়ের পর পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে আছে আর্সেনাল। দুই ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার সিটি ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে টেবিলের তিন নম্বরে। ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে আছে ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুল। নটিংহ্যাম টেবিলের ১৬ নম্বরে।

পাকিস্তানের দীর্ঘমেয়াদি

অধিনায়ক চান আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বারবার অধিনায়ক বদল না করে কাউকে দীর্ঘমেয়াদে পাকিস্তান দলের দায়িত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক তারকা ক্রিকেটার শহীদ আফ্রিদি। একইসঙ্গে ৪৬ বছর বয়সী এই তারকা পাকিস্তান জাতীয় দলে কোনো সহকারী অধিনায়কের প্রয়োজন নেই বলেও মনে করেন। পাকিস্তানের স্পোর্টস একাডেমি প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শহীদ আফ্রিদি বলেন, 'পিসিবির উচিৎ বারবার ক্যাপ্টেন্সি বিতর্ক তৈরি না করে, ২-৩ বছরের জন্য স্থায়ী কোনো অধিনায়ক ঘোষণা করা। সহকারী অধিনায়ক হিসেবেও কাউকে নিয়োগের প্রয়োজন নেই। কোনো কারণে নিয়মিত অধিনায়ক না থাকলে, উপযুক্ত বিকল্প কাউকে তখন দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।'

এদিকে, পাকিস্তানের টিম ডিরেক্টর পদ ছাড়তে চলেছেন সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ হাফিজ। যদিও নিজের সাবেক এই সতীর্থকে ওই দায়িত্বে আরও বেশি সময় চান শহীদ আফ্রিদি। সাবেক এই অলরাউন্ডার বলেন, 'হাফিজ অনেক ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাকে আরও সময় দেওয়া উচিৎ (টিম ডিরেক্টর পদে)। কেউ যদি মনে করে এক সিরিজেই সব পরিবর্তন হয়ে যাবে, এটি ভুল ধারণা।'

আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসর বসবে। এমন মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের আগে দলে অনেক পরিবর্তন দরকার বলেও মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক এই অধিনায়ক, 'বিশ্বকাপের আগে স্কোয়াডে ব্যাপক পরিবর্তন দরকার। এটিও জানা জরুরি যে কাকে বিশ্রাম আর কাকে কোন সময়ে খেলাতে হবে।'

আর্সেনালের জয়ের রাতে

ঘরের মাঠে হার অ্যাস্টন ভিলার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যাচের ৬৫তম মিনিটে গাব্রিয়েল জেসুসের গোল, এর ৭ মিনিট পর বুকায়ো সাকার গোলে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয় পেয়েছে আর্সেনাল।

নটিংহ্যামের মাঠে প্রথমার্ধ গোলশুন্য থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধের ২৪ মিনিটের মধ্যে গোল হয় মোট ৩টি। এর মধ্যে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড জেসুস ও ইংলিশ তারকা সাকার গোলে আর্সেনাল এগিয়ে যায় ২-০ গোলে। ম্যাচের মূল সময়ের শেষ মিনিটে গোল করে ব্যবধান ২-১ করে নটিংহ্যাম।

এই জয়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে টেবিলের তিনে নামিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে গেছে আর্সেনাল। যদিও সিটি থেকে দুটি ম্যাচ বেশি খেলেছে গানাররা। বর্তমানে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা লিভারপুল থেকে মাত্র ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে মিকেল আরতেতার দল। ২২ ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট এখন ৪৬। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের পয়েন্ট ৪৮।

দিনের অপর ম্যাচে হতাশার হার হেরেছে অ্যাস্টন ভিলা। ঘরের মাঠে প্রায় এক বছর অপরাজিত ভিলাকে গতকাল রাতে হারিয়ে দিয়েছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড।

আর্সেনালের জয়ের রাতে ঘরের মাঠে হার অ্যাস্টন ভিলার

নিজেদের ঘরের মাঠ ভিলা পার্কে গতকাল অ্যাস্টন ভিলা হেরেছে ৩-১ গোলে। ম্যাচে তিন গোল হজম করে ব্যাকফুটে গিয়ে কেবল ব্যবধানের কমানোর একটি গোল করতে পেরেছে ভিলা।

ম্যাচের ৫২ মিনিটের মধ্যে ৩ গোল হজম করে অ্যাস্টন ভিলা। এর মধ্যে প্রথমার্ধেই দুইবার ভিলার জালে বল জমা করেছে নটিংহ্যাম। স্বাগতিকদের হয়ে গোল করেন দুটি গোল করেন ফ্যাবিয়ান স্কার (২৩ ও ৩৬ মিনিটে) ও বাকি একটি ছিল আত্মঘাতী। অবশেষে ৭১তম মিনিটে প্রথম গোলের দেখা পায় উনাই ইমারির দল। ভিলার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ওলি ওয়াটকিনস। এতে কেবল ব্যবধানই কমাতে পারে তারা।

২২ ম্যাচে ভিলা ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চতুর্থস্থানে আছে। অপরদিকে সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে টেবিলের তিনে রয়েছে সিটি। নটিংহ্যাম আছে টেবিলের সপ্তম স্থানে।

১ মিনিটের বিজ্ঞাপনে

মেসির আয় ১৫৩ কোটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টাইন সুপাস্ট স্টার লিওনেল মেসি ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর বদলে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল। এবার যুক্তরাষ্ট্রের এনএফএলের (ন্যাশনাল ফুটবল লিগ) চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ 'সুপারবোল'ও মেসির খ্যাতিকে কাজে লাগাতে চলেছে।

এবারই প্রথম সুপারবোলের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়েছেন মেসি। ১ মিনিটের সেই বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার (১৫৩ কোটি ৪৭ লাখ টাকা) আয় করবেন তিনি। সম্প্রতি মেসি একটি বিয়ারের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়েছেন। এই বিজ্ঞাপন আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি লাস ভেগাসের অ্যালেজায়ান্ট স্টেডিয়ামে ন্যাশনাল ফুটবল লিগে (এনএফএল) সুপারবোলের বিরতির সময় দেখানো হবে।

প্রতি ৩০ সেকেন্ড বিজ্ঞাপনের জন্য ৭০ লাখ ডলার (৭৬ কোটি ৭৩ লাখ টাকা) দিয়ে আসছে বিয়ার কোম্পানি। সে হিসাবে মেসি ৬০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনে অংশ নিয়ে পেতে যাচ্ছেন এর দ্বিগুণ অর্থ।

বিয়ার কোম্পানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পেজগুলোয় এরইমধ্যে মেসির বিজ্ঞাপনের একাধিক টিজার প্রকাশ করেছে। ১৫ সেকেন্ডের একটি টিজারে দেখা যাচ্ছে, সাগরপাড়ে ফুটবল খেলছেন মেসি। কয়েকজনকে ড্রিবল করে বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। পাশে থাকা পর্যটকেরা তাঁর খেলা মুগ্ধতাভরে দেখছেন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR